

০৬ জুলাই, ২০১৭ তারিখে ইজরায়েলে নাগরিক সংবর্ধনার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

৭০ বছরে প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল আসা একটি আনন্দের বিষয়

Posted On: 10 JUL 2017 11:43AM by PIB Kolkata

৭০ বছরে প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল আসা একটি আনন্দের বিষয়। আবার কিছু প্রসিদ্ধও তুলে ধরেছে। এটা মানুষের স্বভাব যে, আমাদের কোনও ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হলে প্রথম প্রশ্নটা হয়, কেমন আছেন? এই প্রথম বাক্যটি একপ্রকার স্বীকারোক্তির সঙ্গে যুক্ত। প্রিয়জন কেমন আছেন, প্রশ্নটির পাশাপাশি এটাও স্বীকার করে নেওয়া যে, অনেকদিন বাদে দেখা হয়েছে! আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলা এই স্বীকারোক্তি দিয়েই শুরু করতে চাই। সত্যি অনেক দিন বলা ঠিক হবে না, অনেক বছর পরদেখা হয়েছে, ১০-২০-৫০ বছর নয়, ৭০ বছর লেগে গেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭০ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েলের মাটিতে পা দিয়েছে। আজ আপনাদের আশীর্বাদ মাথা পেতে নেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আমার বন্ধু ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এসেছেন। ইজরায়েল আসার পর থেকে তিনি আমাকে যেভাবে সঙ্গ দিচ্ছেন, যে সম্মান দিয়েছেন, তা আমার মাধ্যমে ১২৫ কোটি ভারতবাসীকে সম্মানিত করেছে। এহেন সম্মান, এহেন ভালবাসা এই আপনাকে ভুলতে পারে বিশেষ এমন কে আছেন! আমাদের উভয়ের মধ্যে একটি মিল রয়েছে। আমরা উভয়েই নিজ নিজ দেশস্বাধীন হওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেছি। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু'র একটি রুচি সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। তা হল, ভারতীয় খাবারের প্রতি তাঁর আসক্তি। গতকাল নৈশভোজের সময় তিনি যেভাবে মহানন্দে আমার সঙ্গে ভারতীয় খাবার খেয়েছেন, তা আমার স্মৃতিতে অমলিন থাকবে।

আমাদের দু'দেশের মধ্যে সার্বিক কূটনৈতিক সম্পর্কের বয়স মাত্র ২৫ বছর হলেও এটাই সত্য যে কয়েক শতাব্দী ধরে ভারত ও ইজরায়েল বহু শতাব্দী ধরে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে, মহান ভারতীয় সূর্যাস্তর বারা ফরিদ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জেরুজালেমের একটি গুহায় দীর্ঘকাল তপস্যারত ছিলেন। পরবর্তী সময় সেই জায়গা তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। আজও এই জেরুজালেম আর ভারত ৮০০ বছর পুরনো সম্পর্কের একটি প্রতীক হয়ে রয়েছে। ২০১১ সালে জেরুজালেমের কেয়ারটেকার শেখ আনসারি মহোদয়কে প্রবাসী ভারতীয় সম্মান প্রদান করা হয়েছিল। আর আজ আমার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে। ভারতের সঙ্গে ইজরায়েলে এই পরস্পরাগত সম্পর্কের সূতো হচ্ছে উভয় দেশের সংস্কৃতি, পরস্পরের প্রতি নির্ভরযোগ্যতা ও বন্ধুত্ব। আমাদের পালাপার্তনের মধ্যেও অনেক মিল আছে। ভারতে হোলি পালন করা হয় আর এদেশে 'পরিধ'। ভারতে দীপাবলি পালন করা হয় আর এদেশে 'হনুকা'। এগুলি জেনে আমার খুব ভাল লেগেছে যে, ইহুদিদের পুনরুত্থানের প্রতীক মেকাইবা গেমস-এর উদ্বোধন হচ্ছে আগামীকাল আমি ইজরায়েলবাসীকে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। আমি আনন্দিত যে, ভারত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজেদের দল পাঠিয়েছে। আজ এখানে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রাও উপস্থিত আছেন। আমি তাঁদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

ইজরায়েলের এইবীরভূমি অনেক বীর সন্তানের আত্মবলিদানের সাক্ষী। এখানে এই অনুষ্ঠানে এমন অনেক পরিবারের সদস্যরা হাজতা রয়েছেন, যাঁদের জীবনে ঐ আত্মবলিদানের গাঁথা রয়েছে। আমি ইজরায়েলের শৌর্যকে প্রণাম জানাই। এই শৌর্যই ইজরায়েলের উন্নয়নের মূল ভিত্তি। কোনও দেশের উন্নয়ন তার আকার নির্ভর হয় না, তার নাগরিকদের ইচ্ছা শক্তির নির্ভর হয়। সংখ্যার আকার যে এতটা মনে রাখা তা ইজরায়েল করে দেখিয়েছে। এই উপলক্ষে আমি সেকেন্ডলেং এলিস অ্যান্টনকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে চাই। যাঁকে ইজরায়েল সরকার রাষ্ট্র নির্মাণে তাঁর অবদানের জন্য 'স্যাটিফিকেট অফ গ্যালালি' সম্মানে ভূষিত করেছে। এলিস অ্যান্টনের আরেক নাম ছিল 'দ্য ইন্ডিয়ান'। ব্রিটিশ শাসনকালে তিনি মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি'তে কাজ করেছেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইজরায়েলের হাইফা শহরকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমার সৌভাগ্যে আগামীকাল আমি সেই বীর সৈনিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে হাইফা যাবি।

গতকাল রাতে আমি বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু'র বাড়িতে নৈশভোজে গিয়েছিলাম। ঘরোয়া পরিবেশে আমরা দীর্ঘক্ষণ গল্প করেছি। রাত ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত গল্প করে বেরোবার সময় তিনি আমাকে একটি ছবি উপহার দিয়েছেন, যাতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈনিক দ্বারা জেরুজালেম'কে মুক্ত করবার একটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য অঙ্কিত রয়েছে। বন্ধুগণ, বীরস্বের এই পর্যায়েও আমি ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট জে এফ আর জ্যাকবের নাম উল্লেখ করতে চাই। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত ভারতীয় এই সেনা আধিকারিক ৯০ হাজার পাকিস্তানী সৈনিককে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বন্ধুগণ, ভারতে ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক কমসংখ্যক রয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যেখানেই রয়েছেন, নিজেদের উপস্থিতি অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন। শুধু সেনাবাহিনী নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র জগতে তাঁরা নিজেদের পরিচয় এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে সাফল্য অর্জন করেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, আজকের এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে ইজরায়েলের অনেক শহরের মেয়ররা উপস্থিত রয়েছেন। ভারত এবং ভারতীয়দের প্রতি তাঁদের ভালবাসা তাঁদেরকে এই অনুষ্ঠানে শরিক হতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার মনে পড়ে, ভারতের তথাকথিত আর্থিক রাজধানী মুম্বাই শহরও একজন ইহুদি নাগরিক একবার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি, আজ থেকে ৮০ বছর আগের কথা। তখন মুম্বাইকে বম্বে বলা হ'ত। ১৯৩৮ সালে সেই বম্বে শহরের মেয়রহিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শ্রী এলিজা মজেস।

ভারতের অনেকেই হয়তো জানেন না যে, অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সিগনেচার টিউন'টিও রচনা করেছেন একজনই হুদি সঙ্গীতকার শ্রী ওয়ালটার কফম্যান। তিনি ১৯৩৫ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিও বম্বে কেন্দ্রের নির্দেশক ছিলেন। ভারতে বহুবারসাক্ষী ইহুদিরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছেন কিন্তু তাঁদের ডাবনায় তাঁরা ইজরায়েলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এভাবেই তারিখখনই ভারত থেকে এদেশে ফিরেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতিকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। আজও তাঁরা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন।

আমি শুনে খুবখুশি হয়েছি যে, ইজরায়েল থেকে একটি মারাঠি ভাষার পত্রিকা 'মাই বি ওলি' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এভাবেই কোচিন থেকে ফিরে আসা ইহুদিরা ইজরায়েলে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে 'ওনাম' উৎসব পালন করেন। যে ইহুদিরা বাগদাদ থেকে ভারতে এসেছিলেন, সেই বাগদাদি ইহুদি সম্প্রদায়ের উত্তরসূরীদের প্রচেষ্টাতেই গত বছর ভারতে বাগদাদি ইহুদিদের প্রথম আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল। ভারত থেকে ফিরে আসা ইহুদিরা ইজরায়েলের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এর বড় উদাহরণ হলেন, মেশাদ নেভাতিম। ইজরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিদ বেন গুরিয়ন এদেশের মরুঅঞ্চলকে শস্যপাতিমালা করে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করতে ভারত থেকেফিরে আসা ইহুদি ভাই-বোনেরা দিনরাত এক করে কাজ করেছেন। সেজন্য প্রত্যেক ভারতীয় তাঁদের জন্য গর্ব করেন। বন্ধুগণ, তাঁরা ছাড়াও তাঁদের ভারতীয় বন্ধুরা ইজরায়েলের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেজন্য আমি মেশাদ নেভাতিম, ভারতথেকে ফিরে আসা অন্য ইহুদি ভাই-বোন ও অন্যান্য ভারতীয়দের জন্য গর্ববোধ করছি। এইঅনুষ্ঠানে আসার আগে আমার প্রথমপ্রতীম ব্যক্তিষ বেজালেলে ইলিয়াহু'র সঙ্গে দেখাশুয়েছিলাম। বেজালেলে ইলিয়াহু'কে ২০০৫ সালে প্রবাসী ভারতীয় গ্রুপে সম্মান জানানো হয়েছিল। তিনিই প্রথম ইহুদি যিনি এই সম্মান পেয়েছেন। কৃষি ছাড়াও এদেশে ভারতীয়রা নানা ক্ষেত্রে নিজেদের ছাপ রেখে গেছেন। ইজরায়েলের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক লাইলবিস্ট আমার নিজের রাজ্য গুজরাটে মানুষ। যাঁরা আমোদবাদ শহরকে চেনেন, তাঁরা হয়তো মণিগণেরে ওয়েস্ট হাউস স্কুলের নাম শুনেছেন। এ বছর তাঁকে প্রবাসী ভারতীয় সম্মান প্রদান করা হয়েছে। ডঃ লাইলবিস্ট এদেশের অন্যতম প্রধান হৃদ-শল্য চিকিৎসক। তাঁর গোটা জীবন তিনি মানুষের সেবায় কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চিকিৎসা নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে। আমি মিনাসে সম্প্রদায়ের নীনা সান্ডা সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, এই নীনা মেয়েটি চোখে দেখতে পাননা কিন্তু তাঁর ইচ্ছাশক্তি ইজরাইলিদের মতো প্রখর। এ বছর ইজরায়েলে স্বাধীনতা দিবস সমারোহে উদ্বোধন করেছেন ঐ ভারত কন্যা নীনা সান্ডা। তিনি এই সমারোহে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনকারীদের অন্যতম ছিলেন। আমি তাঁর ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাই। আজ এই উপলক্ষে আমি ইজরায়েলের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি মহান নেতা সিমন পেরেস'কেও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে চাই। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি শুধু নানা সামরিক উদ্ভাবনী শক্তির অগ্রদূত ছিলেন না, মানবতার স্বার্থে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি ছিলেন, একজন মহান কূটনীতিজ্ঞ। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণে গোড়া থেকেইউদ্ভাবনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলে, অনেক যুদ্ধ সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ সৃষ্টিশীলসমাধানে ঐ উদ্ভাবনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভাবনে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ইতিমধ্যেই নানা ক্ষেত্রে ১২ জন ইজরায়েলি বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কোনও দেশের উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব কতটা তা ইজরায়েল'কে দেখে বোঝা যায়। ইজরায়েল বিগতদশকগুলিতে তাদের নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়েছে। জিও থার্মালপাওয়ার, সোলার প্যানেল, সোলার উইন্ড, জৈব কৃষি প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ক্ষেত্র, আধুনিক ক্যামেরা, কম্পিউটার প্রসেসার ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারেরমাধ্যমে ইজরায়েল বিশ্বের বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। এই সাফল্যের কারণেই ইজরায়েল'কে 'স্টার্ট আপ লেশন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ভারত আজ বিশ্বের সর্বাধিক তীব্র গতিতে উন্নয়নশীল অর্থ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। আমার সরকারের মন্ত্র হ'ল - 'রিফর্ম', 'পারফর্ম' এবং 'ট্রান্সফর্ম'। সম্প্রতি এ মাসের ১ তারিখে ভারতে পণ্য ওপরিষেবা কর চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারত যে দীর্ঘ এক দশক ধরে এক জাতি এক কর এক বাজারের স্বপ্ন দেখছিল, তার বাস্তবায়ন হয়েছে। আর আমি জিএসটি'কে নাম দিয়েছি 'গুডঅ্যান্ড সিম্পল ট্যাক্স'। কারণ, এর মাধ্যমে সারা দেশে এখন যে কোনও জিনিসে একধরনেরই কর বসানো হবে। এর আগে দেশের কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে সকল প্রকার কর জুড়লে ৫০০টিরও বেশি কর দিতে হ'ত। কর প্রক্রিয়া এমন জটিল ছিল যে, এক মাসে ১ লক্ষ টাকাথেকে ১ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসা যাঁরা করতেন, প্রত্যেককেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ত। জিএসটি'র ফলে ভারতে আর্থিক এক্ষা স্থাপিত হয়েছে। সর্দার বর্মডভাই প্যাটেল যেমন স্বাধীনতার প্রাঙ্কালে ৫০০টিরও বেশি দেশীয় রাজ-রাজভদ্রদের শাসনাধীন রাজ্যকে এক করতে সফল হয়েছিলেন, তেমনিই ২০১৭ সালে ভারতে আর্থিক একী করণের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভারতের নানাপ্রাকৃতিক উপাদান যেমন - কয়লা ইত্যাদির খনি নিলাম, স্পেকট্রাম নিলাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু পুরনো কথা মনে করতে চাই। তখন আপনারা এগুলি নিয়ে কত দুর্নীতির কথা শুনেছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার এই নিলাম প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এনে সাফল্যের মুখ দেখেছে। তারপর থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হলেও এইপ্রক্রিয়া নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। আমরা দেশের অর্থ ব্যবস্থায় প্রথাবদ্ধ সংস্কার আনার চেষ্টা করেছি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনের কথাও আমরা দীর্ঘকালধরে শুনে আসছি। ভারতে সবাই ভারতনে যে, এটা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা তিন বছরের মধ্যেইপ্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও সংস্কার আনতে সক্ষম হয়েছি এবং ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে সফল হয়েছি। এখন ইজরায়েলের যে কোণে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণকারী ভারতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে একটি কৌশলগত অংশীদার হিসাবে যুক্ত করার আইনসম্মত সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পেরেছি। বিগত তিন বছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে নির্মাণ ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তরা গৃহ নির্মাণ করলে অনেক অভিজোগ্য উঠত। আমরা আইন পাশ করেএই সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করেছি। নির্মাণ ক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ মঞ্জুর করেছি। আমরা আলাদাভাবে রিয়েল এস্টেট রেগুলেটর গড়ে তুলেছি। সরকার রিয়েল এস্টেট সেক্টরকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে, যাতে এই ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলি ও অল্প সুলে স্বণ পেতে পারে। কারণ, আমার স্বপ্ন আগামী ২০২২ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার৭৫ বছর পূর্তি উৎসব করবে, স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেমন প্রত্যেকের মাথার ওপর ছাদ থাকবে, প্রত্যেক বাড়িতে কিয়ৎ সংযোগ থাকবে, পানীয় জল ও শৌচাগার থাকবে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে আমরা এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ মঞ্জুর করেছি। আমরা রিয়েল এস্টেট তথা নির্মাণ ক্ষেত্রে পরিচালনামূলক উন্নয়নের জন্যগৃহ নির্মাণের আন্দোলনকে জ্বালিত করতে চেয়েছি। আগে শুধুই সরকারি কোম্পানি বিমার মাধ্যমে ছিল। আমরা সেখানেও বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে প্রতিযোগিতার ময়দানে নিয়েএসেছি। এই প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলার ফলে সাধারণ মানুষ এখন ন্যূনতম অঙ্কেরবিমা করিয়ে অধিকতম পরিষেবা পেতে পারেন। বিমা সংস্কারের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি বিনিয়োগকে ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯ শতাংশে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশেরব্যাপ্তিৎ ব্যবস্থাকে সংস্কারের মাধ্যমে সুদৃঢ় করতে আমরা ব্যাঙ্ক সংযুক্তি করণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছি। ব্যাঙ্ক চারকির জন্য আমরা স্বস্তর রিফ্রুটমেন্ট বোর্ড গড়ে তুলেছি। এতে উত্তরাধিকার রাজনৈতিক প্রভাব একদমই কমপ্ত করে দিয়েছি।

আমরা দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছি। ‘ব্যাকস্টাটসি অ্যান্ড ইনসলভেন্সি কোড’-এরমাধ্যমে সারা পৃথিবীর শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের মনে নতুন আস্থা গড়ে উঠবে এবং ব্যাংকগুলি নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হবে। এই আধুনিক ডেলিভিয়া ঘোষণাকারী আইনের প্রয়োজন ভারত কয়েক দশক ধরে অনুভব করছিল। আমরা সরকারের নিয়মেও সারল্য আনার চেষ্টা করেছি। ন্যূনতম সরকার, অধিকতম প্রশাসন – এই ভাবনা নিয়ে যাতে সাধারণ মানুষকে কোনও সমস্যামনা পড়তে হয়, বিনিয়োগকারীদের ছোটখাটো বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কালাতিপাত না করতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন ভারতে কোনও নতুন কারখানা খুলতে হলে এনভায়রনমেন্ট স্ক্রিয়ারেস নিতে নিদেন পক্ষে ৬০০ দিন লেগে যেত। আজ আমরা সেই সময় কমিয়ে ৬ মাসের মধ্যে এনভায়রনমেন্ট স্ক্রিয়ারেস দেওয়ার সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তেমনিই, ২০১৪ সালের আগে একটি কোম্পানিকে ইনকর্পোরেট করতে ১৫ দিন, ১ মাস, ২ মাস এমনকি ৩ মাসও লেগে যেত। আমরা এসে সেই সময়কমিয়ে ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে করতে সক্ষম হয়েছি। আর বর্তমানে সেই সময় আরও কমেছে। এখনমাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকার ইনকর্পোরেট করতে সক্ষম হচ্ছে। যদি কোনও নব যুবক ‘স্টার্ট আপ’ কারখানা শুরু করতে চান, তা হলে তিনি মাত্র একদিনের মধ্যেই তাঁর কোম্পানি নিথিডুজিকরণ সম্পন্ন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে দেশগুলি সর্বশত্রু হয়েছে, তারাই নিজেদের নবীন প্রজন্মের দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত নিজেস পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এখন বিশ্বের সর্বাধিক নবীন প্রজন্মের মানুষ ভরা দেশ ভারতের সামনেও সেই সোনালী সুযোগ এসে উপস্থিত। ভারতের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। যেদেশে এত বড় সংখ্যায় নবীন প্রজন্মের মানুষেরা থাকেন, সেদেশের স্বপ্নও আধুনিক হয়। তাঁদের সংকল্পও নবীন থাকে, আর তাঁদের প্রয়াস হয় শক্তিপূর্ণ। ভারতে দক্ষতা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথমবার একটি স্বতন্ত্রদক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক গড়ে তুলেছি। তার আগে ২১টি আলাদা-আলাদা মন্ত্রকের অধীন ৫০থেকে ৫৫টি বিভাগে এই দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বর্তমান সরকার এই সকল দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থাপনিককে এক মঞ্চে এনে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে দক্ষতাউন্নয়নের সার্বিক অগ্রাধিকার সূচিদর্শিত করেছে। দেশের প্রায় সকল জেলা - সারা দেশে৬০০টিরও বেশি জেলায় একটি করে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। একটি নতুন কল্পনানিয়ে ‘ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ স্কিল’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভারতের নবীন প্রজন্মের মানুষদের বিশ্বমানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের স্বার্থে ৫০টি ‘ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কিল সেন্টার’-এর নেটওয়ার্ক তৈরি করার কাজ সরকার দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে স্থাপিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভারতীয় নবযুবক-যুবতীদের আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আধুনিক প্রয়োজন অনুসারে তাঁদেরকে প্রশিক্ষিত হতে হবে। সেজন্য সরকার ‘ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ প্রমোশনালস্কিম’ চালু করেছে। এর মাধ্যমে সরকার ৫ লক্ষ নবযুবক-যুবতীদের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ-এরপ্রশিক্ষণ দেওয়া। এই প্রকল্পে সরকার প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে।অ্যাপ্রেন্টিস নবযুবক-যুবতীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি যেসব অঞ্চলে এই প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, সেই গ্রামের মানুষ এবং স্থানীয় কোম্পানিগুলিকেওউৎসাহ যোগানো, যাতে তাঁরা এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মানুষদের নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রেসরকার নিয়োগকারীদেরও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। এই প্রথম কর্মসংস্থানকে কর ছাড়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। যে নিয়োগকারীরা নতুন কর্মসংস্থানের পথে হাঁটবেন, তাঁদের জন্য কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন প্রজন্মের মানুষদের মনে উদ্ভাবনকে উৎসাহ যোগাতে সরকার ‘অটল ইনভেশশন মিশন (এআইএম)’ চালু করেছে। দেশের সকল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে উদ্ভাবনও স্ব-উদ্যোগের ভিত গড়ে তোলার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এই উদ্ভাবনকে অগ্রাধিকার দিয়েই যে আজ ইজরায়েল উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে, তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। যেখানে উদ্ভাবন বন্ধ হয়, সেখানে জীবনের পথও থমকে দাঁড়ায়। নির্মাণ ক্ষেত্র, পরিবহণ, শক্তি, কৃষি এবং শোচালয় ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভাবন-উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে আমরা অনেকগুলি ‘অটল ইনকিউবেশন সেন্টার’ স্থাপন করেছি,আরও স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ‘স্টার্ট আপ’ শিল্পোদ্যোগগুলিকে আর্থিক সহায়তাদানের পাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলি তাঁদের সঠিক পথ দেখানোর কাজ করবে। যুব সম্প্রদায় যাতে রোজগারের ক্ষেত্রে আশ্বিনীর্ভর হন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারমুদ্রা যোজনা প্রকল্প চালু করেছে। কোনও ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়া স্ব-উদ্যোগী আবেদনকারীদের ব্যাংক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই গত তিন বছরের৮ কোটিরও বেশি আবেদনকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ও লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

বহুগণ,বিশ্বের অনেক দেশেই সংস্কারকে শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অনেক গালভরা কথা শোনা যায়। কিন্তু বর্তমান সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে উন্নয়ন যাত্রাকেস্বরাগিত করতে একটি দীর্ঘস্থায়ী সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রম ক্ষেত্রে সংস্কার করা হয়েছে। আর সেজন্য ব্যবসা বৃদ্ধির সমস্যা দূরীকরণে নিয়োগকারী, কর্মী এবং অভিজ্ঞতাকে একক হিসাবে ধরে নিয়ে এই দীর্ঘস্থায়ী সার্বিক দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলা হয়েছে। আগে ব্যবসায়ীদের শ্রম আইন অনুযায়ী ৫৬টি রেজিস্টার-এ শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হ’ত। আমরা সংস্কারের মাধ্যমে এই জটিল প্রক্রিয়াকে সরল করতে পেরেছি। এখন ব্যবসায়ীদের শুধুমাত্র ৯টি শ্রম আইন মেনে কেবলমাত্র ৫টি রেজিস্টার-এ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এভাবে সরকার শ্রম সুবিধা পোটাল গড়ে তুলেছে। এই পোটাল-এর মাধ্যমে কেবলমাত্র একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে ব্যবসায়ী ১৬টিরও বেশি শ্রম আইনের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয়তা কয়েক মিনিটেরমধ্যে করে ফেলতে পারছে। সাধারণ দোকান, মৃদিখানা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে বছরে ৩৩৫ দিন খোলা রাখা যায়, তা দেখতে রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালে প্রণীত ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট-এ পরিবর্তন এনে রাজ্যগুলিকেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে মহিলাদের রাতে কাজ করার সুবিধা প্রদান করে। ভারতে মহিলাদের সক্রিয়তা উন্নয়নে তাঁদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে শক্তিশালী করে তুলতে আমরা এই পদক্ষেপগুলি নিয়েছি।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও কর্মরত মহিলাদের ১২ সপ্তাহের বেশি মাতৃস্কালীন সবেতন ছুটির সুবিধা নেই। আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা জেনে খুশি হবেন, ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাতৃস্কালীন সবেতন ছুটি বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করে দিয়েছে। অর্থাৎ, সন্তান জন্মের আগে ও পরে তাঁরা প্রায় ৬ মাস সবেতন ছুটিতে থাকবেন।

এতদিন দেশে অনেক শ্রমিক এক কোম্পানির চাকরি ছেড়ে অন্য কোম্পানিতে যাওয়ার পর তাঁদের জমানো এবংআরও অনেক প্রাপ্য টাকা কোনও দিনই পেতেন না। কারণ, ঐ টাকা পেতে গেলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঘুরে ঘুরে জুতার শুকতোলা খসতে হ’ত। এভাবে দেশের রাজকোষে প্রায় ২৭ হাজারকোটি টাকা জমা হয়েছিল - গরিব শ্রমিকদের ইপিএফ ইত্যাদির টাকা। আমরা সংগঠিত ওঅসংগঠিত ক্ষেত্রের সকল শ্রমিকদের জন্য একটি করে বিবৃতিভিত্তিক অ্যাকাউন্ট নবায়ন জারিকরেছি। এখান চাকরি বদলানেও আপনার ইপিএফ-এর টাকা আর মার যাবে না। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিক যতই চাকরি বদলান না কেন, তাঁর ইপিএফ ইত্যাদির টাকা আর মার যাবে না। সময় মতো তিনি সুদ সহ তাঁর জমা টাকা তুলতে পারবেন।

সম্প্রতি ভারতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সর্বাধিক বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে। বিদেশি শিল্পপতিও ব্যবসায়ীরা ছাড়াও প্রবাসী ভারতীয়রাও ভারী মাত্রায় ভারতে বিনিয়োগ করছেন। বিশ্বের সকল অগ্রগামী ব্যাস্টিং এজেন্সি ও সংস্থাগুলি এই প্রবণতা দেখে অবাক। ‘মেক ইনইন্ডিয়া’ একটি এমন ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে, যা গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। আর ‘ডিজিটাল ‘দুনিয়ায় ভারত এখন গোটা বিশ্বে নেতৃত্বের স্থান দখল করে নিয়েছে। ভারত এখন বিবৃতিভিত্তিক বিশ্বের হাব হয়ে উঠেছে। বহুগণ, সংস্কারের মানে কেবল নতুন আইন প্রণয়নকরা নয়। দেশের উন্নয়নের পরিপন্থী আইনগুলিতে পরিবর্তন আনা আর যে আইনগুলি তামাদি হয়ে গেছে, সেগুলিকে বাতিল করা। গত তিন বছরে আমরা এমন ১,২০০ পুরনো আইন বাতিল করতে পেরেছি। ৪০টি আরও আইন বাতিলের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বহুগণ,ভারতের কৃষক মাটি থেকে সোনা ফলানোর শক্তি রাখে। ঐ কৃষকদেরই পরিচর্যের ফলস্বরূপ এবছর ভারত ফসল উৎপাদনে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষিনীতির পাশাপাশি এ বছরের ভাল বর্ষা এই সফল এনেছে। বর্তমান সরকার ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের রোজগার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ নিয়ে সুস্পষ্ট নীতিপ্রণয়নে বীজ বোনা থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত যে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, প্রত্যেক সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেচেবজল পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা চালু করা হয়েছে। অনেক বছরধরে থমকে থাকা ৯৯টি বড় সেচ প্রকল্পকে হেঁচকি নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলিকে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির অগ্রগতির তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য আলাদা দেখভালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তি বা মহাকাশ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। পাশাপাশি,ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিগাম-স্বরূপ কৃষিযোগ্য জমিকে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনারগতি প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সকল কৃষক যাতে উন্নত মানের বীজ পান, তাঁরা যাতে নিজের ক্ষেতের মাটির স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানতে পারেন, তা সুনিশ্চিত করার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই দেশের৮ কোটিরও বেশি কৃষককে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ইউরিয়াকে ১০০শতাংশ নিম কোটিং করে দেওয়ায় ইউরিয়ার উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল পদক্ষেপের পরিগাম স্বরূপ উৎপাদন বেড়েছে। কৃষকদের বিনিয়োগ গ্রাস পেয়েছে, তাঁদের ফসল বিক্রিরসমস্যা নিরসনে ইলেক্ট্রনিক ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট অর্থাৎ ই-নাম প্রকল্প দ্রুতগতিতে কাজ করছে। একটি জাতীয় অনলাইন বাজার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দেশের ৪৫০টিরও বেশি কৃষি বাজারকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা সম্ভব হবে। কৃষকদের বৃদ্ধির পরিমাণ গ্রাস করতে, সহজ ঋণ পেতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আরবিবিস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার ‘রিস্ক অ্যামাউন্ট’ বৃদ্ধি করে ‘প্রিমিয়াম’ গ্রাস করেছে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ নজরদিচ্ছে, যাতে কৃষকদের আয় বাড়ে।

গত মাসে সরকার দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রেকে মজবুত করার জন্য কিষণ সম্পদা যোজনাচালু করেছে। আজও আমাদের দেশে ফসল উৎপাদনের পর মজবুত প্রক্রিয়াকরণ ও গুদামজাতকরণ পরিকাঠামো এবং সরবরাহ শৃঙ্খল না থাকায় প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হয়। বিশেষ করে, ফল ও সব্জি জনগণের কাছে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়। এই কিষণ সম্পদা যোজনার মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রেকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে কৃষকদের লোকসান কমিয়ে আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে।

প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইজরায়েল-ভারত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। কৃষি ক্ষেত্রেই জরায়লের সহযোগিতা ভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব স্বরাগিত করতে সহায়ক হবে। এভাবেইপ্রতিবক্ষা ও মহাকাশ প্রযুক্তিতে দু’দেশের সম্পর্ক নিবিড় হলে উভয় দেশই লাভবান হবে।সেজন্য শতশত বছরের আর্থিক সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করে একবিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনগুলির কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে একযোগে এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে প্রায় ৬০০জন ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ইজরায়েলে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আজ এই অন্তর্গত উপস্থিত আছে।

আমার নবীন বহুগণ, আপনারা ভারত আর ইজরায়েলের মধ্যে প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেসেতু বন্ধনের কাজ করছেন। আমার বন্ধু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ আর আমি উভয়েই ষ্টেত সান-এর সঙ্গে সহমত যে, ভবিষ্যতে উভয় দেশের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবন। সেজন্য আজ আপনারা ইজরায়েল থেকে যা কিছু শিখছেন, তা আগামী দিনে ভারতকে আরওশক্তিশালী করে তুলতে কাজে লাগবে। কয়েক ঘণ্টা আগে আমার মোশে হোসবর্গের সান্নিধ্যঅনেকে আলোচনা করার সৌভাগ্য হয়েছে। আলোচনার সময় শ্রদ্ধেয় মোশে হোসবর্গ আমকেমুন্ডাই হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা নিয়ে নানা কথা বলেছেন।স্থায়ী, শান্তি ও সমরানা ভারতের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ ইজরায়েলের জন্যও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বহুগণ, ইজরায়েলে বসবাসকারী ভারতীয়রা সেবা,শৌর্ঘ ও সমরানার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এখানকার বয়স্কদের সেবায় হাজার হাজার ভারতীয় সাহসিকতারপরিচয় দিচ্ছেন। ব্যাঙ্গালোর, দার্জিলিং, অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে এসে সেবার মেনোভাব নিয়ে কাজ করে আপনারা ইজরায়েলবাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। আমি আপনারদের অভিনন্দন জানাই।

বহুগণ,ইজরায়েলে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের আমি একটি ভালো খবর শোনাতে চাই। ইজরায়েলেবসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের ওসিআই এবং পিআইও কার্ড নিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হত হয়। আমরা একথা জানতে পেরে অনুভব করি যে সম্পর্ক হৃদয়ের, তা কোনও কাগজ কিংবা কার্ডের প্রতিবন্ধকতা মানবে কেন? ভারত আপনারদের ও সিআই কার্ড দিতে মানা করবে, এটা হতেই পারে না। সেজন্য আমি আপনারদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, ভারতীয় ইহুদি সম্প্রদায় ওসিআইকার্ড না পেলে এই কার্ডের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ হবে না। সেজন্য ভাই ও বোনরা,আপনাদের মধ্যে যাঁরা কম্পালসারি আর্মি সার্ভিস করেছেন, তাঁরাও এখন থেকে ওসিআইকার্ড পাবেন। অঙ্কুশ কম্পালসারি আর্মি সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত কিছু কারণে আপনারা পিআইওকার্ডকে ওসিআই কার্ডে রূপান্তরিত করতে পারছিলেন না। এই নিয়মকেও সরল করার সিদ্ধান্তনওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও বৃদ্ধি করতেবিগত কয়েক বছর ধরে ইজরায়েলে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার খোলার কথা ভাবা হয়েছে। আমিআজ আপনারদের সামনে ঘোষণা করছি, ভারত সরকার অতিক্রম ইজরায়েলে ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার খুলতে যাচ্ছে।

ভারত আপনারদের হৃদয়ে। ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার আপনারদের সর্বনা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে রাখবে। আজ এই উপলক্ষে, ইজরায়েলে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের পাশাপাশি আমিইজরায়েলি নবীন নাগরিকদেরও বিপুল সংখ্যায় ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভারত আরইজরায়েল শুধু ইতিহাস নয়, সংস্কৃতির মাধ্যমেও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। উভয়েই মানবিকমূল্য এবং মানবিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ঐতিহ্যের

পূজা আর কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাহস ও শৌর্য উভয়েরই রয়েছে। ইজরায়েলের নবীন বন্ধুরা ভারতে এলে এরঅনেক প্রতীক দেখতে পাবেন। আসুন, এই আমার এই ঐতিহাসিক সফরের সাক্ষী হিসাবে এইআমন্ত্রণ গ্রহণ করে ভারত সফরে আসুন।

আমার দুঢ়বিদ্বাস, অতিথিকে ঈশ্বর বলে মনে করে যে দেশ, সেই ভারতে বেড়াতে গেলে আপনারা অনেকসুখস্মৃতি নিয়ে ফিরবেন, যা আপনাদের আজীবনকে প্রেরণা জোগাবে। অবশেষে, আমি আরেকবার আমার বন্ধু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহ্ এবং সকল ইজরায়েলবাসীকে হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।অদূর ভবিষ্যতেই দিম্মি-মুস্বাই - তেল আভিভ বিমান পরিষেবা চালু হয় যাবে। আশা করি,আপনারা এই পরিষেবার সুযোগ নিয়ে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন। আসুন,ভারতে আসুন, আমি আরেকবার ইজরায়েলের জনগণ, ইজরায়েল সরকার এবং আমার বন্ধুপ্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহ্'কে উষ্ণ স্বাগত সম্মানের জন্য হৃদয় থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ।

(Release ID: 1494941) Visitor Counter : 2

Background release reference

দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭০ বছর পর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েলের মাটিতে পা দিয়েছে

